চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

২৭ মে'২০২৪খ্রিঃ

ঘূর্নিঝড় রেমাল: আশ্রয়কেন্দ্রে আসা নাগরিকদের খোঁজ নিলেন মেয়র রেজাউল

ঘূর্নিঝড় রেমালের কারণে আশ্রয়কেন্দ্রে আসা দুর্গতদের খোঁজ নিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। সোমবার বিকেলে আমিন জুট মিল খেলার মাঠ সংলগ্ন আলহেরা দাখিল মাদরাসায় অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়া নাগরিকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন মেয়র। এসময় মেয়র পাহাড়ের পাদদেশসহ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় থাকা নাগরিকদের আশ্রয়কেন্দ্রে আসার আহবান জানান। এসময় দুর্গতদের সাথে মতবিনিময়কালে মেয়র বলেন, ঘূর্নিঝড় থেকে নাগরিকদের আশ্রয় দিতে চসিকের ৮১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্রে আসা দুর্গতদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যতদিন রেমালের প্রভাব থাকবে ততদিন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিতদের খাবার ও জরুরি চিকিৎসা দিবে চসিক। এছাড়া, খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। জরুরি চিকিৎসা সেবার জন্য গঠন করা হয়েছে স্পেশাল টিম। এলাকায় এলাকায় মাইকিং করে ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকদের সরে যেতে বলা হচ্ছে। কাউন্সিলররাও মাঠ পর্যায়ে দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়টি তদারক করছেন। ঘূর্নিঝড় রেমাল মোকাবিলা করতে আমরা সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছি। আশা করি দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা যাবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম,কাউন্সিলর মোবারক আলী, প্রধান পরিছন্ন কর্মকর্তা লতিফুল হক কাজমী, প্রধান প্রকৌশলী শাহিন-উল-ইসলাম, মঈনুল হোসেন জয়, নুরুল আলমসহ স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরা।

কোরবানির চামড়া নিয়ে বিশৃঙ্খলারোধে কাজ করবে চসিক

ঈদ-উল-আযহায় কুরবানিকৃত পশুর চামড়া সংরক্ষণে ও পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে সোমবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে সমন্বয় সভা করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক)। সভায় চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম বলেন, কোরবানির চামড়া নিয়ে বিশৃঙ্খলারোধে সংশ্লিষ্ট সবগুলো প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করবে চসিক। "চট্টগ্রাম শহরে পাশ্ববর্তী এলাকার কোরবানির পশুর চামড়া প্রবেশ রোধ করতে পারলে শহরের কোরবানিদাতারা ভাল দামে চামড়া বিক্রি করতে পারবেন, ফলে সব চামড়া বিক্রি হয়ে গেলে নগরীতে পরিত্যক্ত চামড়ার কারণে বর্জ্য তৈরি হয়ে মানুষ কষ্ট পাবেনা। এজন্য কোরবানির দিন এবং কোরবানির পরের দুই দিন নগরীতে বাহিরের চামড়া যাতে প্রবেশ না করতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।" চসিকের বর্জ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর মোবারক আলী বলেন, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নগরীর বাহিরের চামড়া নগরীতে প্রবেশ করিয়ে চামড়ার দাম কমানোর অপকৌশল অবলম্বন করে। এভাবে দাম পড়ে যাওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত দেখা যায় অনেক চামড়া অবিক্রিত রয়ে যায়। এই অবিক্রিত চামড়ার কারণে পরিবেশ দূষিত হয়ে মানুষ কষ্ট পায়। এই অপচর্চা ঠেকাতে জেলা প্রশাসন ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশকে ভূমিকা রাখতে হবে। চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা লতিফুল হক কাজমী বলেন, কোরবনির দিন নগরীকে দ্রুততম সময়ে পরিচ্ছন্ন করতে প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। প্রয়োজনীয় যানবাহন ও সরঞ্জাম সংগ্রহের পাশাপাশি কর্মীদের দিক-নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে যাতে কোরবানির বর্জ্য বা চামড়া পরিবেশের ক্ষতি না করতে পারে। সভায় চসিক সচিব আশরাফুল আমিন, এডিশনাল এসপি রওশন আরা রব, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের এডিসি নোবেল চাকমা, জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের এডিএলও ডা. সাজিয়া আফরিন, চসিকের উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মোরশেদুল আলম, ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা শরফুল ইসলাম মাহি, চামড়া সমিতির সভাপতি মো. মুসলিমসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । চসিকের ৪ ওয়ার্ডে পাহাড়ধসের ক্ষতি হ্রাসে

পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কাজ করবে
জিএফএফও, সেভ দ্য চিলড্রেন ও ইপসা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের চারটি ওয়ার্ড যথাক্রমে পশ্চিম ষোলশহর, শুলকবহর, উত্তর পাহাড়তলী এবং লালখানবাজার ওয়ার্ডে পাহাড়ধ্বসের কারণে সৃষ্ট ক্ষতির প্রভাব কমিয়ে আনতে জিএফএফও, সেভ দ্য চিলড্রেন এবং ইপসা ÔÔChild centred anticipatory action for better preparedness of communities and local institution in Northern area in Bangladesh" প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যাপক ভাবে কাজ করবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,

কমিউনিটি ভলান্টিয়ার, চাইল্ড এন্ড ইয়ূথ গ্রুপ, রিসোর্স পুল সহ বিভিন্ন গ্রুপ কে আগাম সতর্কতা প্রদানের সিস্টেমসহ নানাবিধ প্রশিক্ষণ প্রদান, কমিউনিটি পর্যায়ে ভয়েস ম্যাসেজ প্রদান, সচেতনতামূলক সভা, ক্যাম্পেইন, শর্তবিহীন ও শর্তযুক্ত নগদ অর্থ প্রদান, রেইন গেজসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিভাইস প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদান করা হবে। সোমবার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সভাকক্ষে উল্লেখিত প্রকল্পের অবহিতকরণ সভায় বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। প্রকল্প অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে দেন চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ইপসা &#৩৯;র পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন) নাছিম বানু, প্রকল্পের প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন সেভ দ্য চিলড্রেন &#৩৯;র অফিসার (এন্টিসিপেটোরি এ্যাকশন) আবু তৈয়ব, প্যানেল আলোচক ও অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর ছালেহ আহম্মদ চৌধুরী, আবুল হাসনাত মো. বেলাল, আব্দুস সালাম মাসুম, চসিক সচিব আশরাফুল আমিন, প্রধান প্রকৌশলী মো. শাহীন-উল-ইসলাম চৌধুরী, তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফারহাদুল আলম, দীনমনি শর্মা, উপ-সহকারী পরিচালক মো. আব্দুল্লাহ, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি প্রকৌশলী দেলোয়ার মজুমদার, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাদিকা সুলতানা, চুয়েট নগর পরিকল্পনা বিভাগের শিক্ষক শাহজালাল মিশুক, জেলা ত্রান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা (পিআইও) আব্দুল বাসেত, আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার লিডার আবু সুফিয়ান প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন ইপসার প্রজেক্ট অফিসার মুহাম্মদ আতাউল হাকিম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম বলেন, চট্টগ্রাম দুর্যোগপূর্ণ এলাকা, বিশেষত পাহাড় ধসের জন্য ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। প্রকল্পে এন্টিসিপেটরি একশন &#৩৯;র ধারণাটি বেশ অভিনব। এছাড়াও টেকনিক্যাল ডিভাইসের মাধ্যমে পূর্ব সংকেত পাওয়ার বিষয়টি নিঃসন্দেহে চমৎকার সংযোজন। এটি পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসরত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা আনয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করি। তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

চসিক ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত আইন না মেনে ভবনের নির্মাণকার্য পরিচালনার অপরাধে এক ব্যক্তিকে ৮০ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন আজ সোমবার নগরীর বায়েজিদ বোস্তামী থানাধীন চন্দ্রনগর আবাসিক এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন। আদালত চন্দ্রনগর আবাসিক এলাকায় একটি মাদ্রাসার ঝুকিপূর্ণ বাউন্ডারী ওয়াল ধসে পড়ায় এবং সিটি কর্পোরেশনের নালায় নির্মাণাধীন ভবনের বর্জ্যফেলা সহ আইন না মেনে নির্মাণকার্য পরিচালনার অপরাধে এক ব্যক্তিকে ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা- কর্মচারী ও বায়েজিদ বোস্তামী থানা পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮